বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহীম

দি ম্যাসেজ

The Message

VOLUME 1, ISSUE 2 MAR-APR 2007

নামায কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ, 'নামায ব্যর্থ হচ্ছে' কথাটি লেখার জন্য কেউ কেউ হয়তো লেখকের উপর ক্ষেপে যেতে পারেন। তাই প্রথমে এ বিষয়ে আলোচনা করা দরকার। কোন কাজ ব্যর্থ হচ্ছে কিনা, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হলে সর্বপ্রথম জানা দরকার- ঐ কাজটির উদ্দেশ্য। যদি দেখা যায়, ঐ কাজটি করা হচ্ছে ঠিকই কিন্তু তার উদ্দেশ্য পূরণ হচ্ছে এমন লক্ষণ বাস্তবে দেখা যাচ্ছে না, তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যাবে যে, ঐ কাজটি ব্যর্থ হচ্ছে। আশা করি এ ব্যাপারে আপনারা কেউ দ্বিমত পোষণ করবেন না। চলুন, এ ব্যাপারে আল-কুরআন কি বলছে দেখা যাক।

সূরা আন-কাবুতের ৪৫ নং আয়াতে নামাযের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আল্লাহ বলছেনঃ "নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত রাখে।"

এবার চলুন দেখা যাক, নামাযের এই উদ্দেশ্য কতটুকু সাধিত হচ্ছে। যত দিন যাচ্ছে আমাদের সমাজে নামাযীর সংখ্যা বাড়ছে কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশী গুণ বাড়ছে ইসলামের দৃষ্টিতে অশ্লীল ও নিষিদ্ধ কাজের সংখ্যা। প্রায় সকল মুসলিম দেশে এই একই অবস্থা।

নামায ব্যর্থ হওয়ার কারণঃ যে কর্মকান্ডের একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে এবং কর্মকান্ডটি করতে গেলে সবাইকে কিছু নির্দিষ্ট কাজ করতে হয়, তাকে আনুষ্ঠানিক কর্মকান্ড বলা হয়। পৃথিবীতে মানুষ যত আনুষ্ঠানিক কর্মকান্ড তৈরী করেছে, সেগুলো সফল করতে হলে নিম্নের ৫টি শর্ত অবশ্যই পূরণ করতে হয়-

প্রথমতঃ ঐ কর্মকান্ডের উদ্দেশ্যটি জানতে হবে। কারণ উদ্দেশ্যটিকে সামনে না রেখে কাজটি করলে, ঐ উদ্দেশ্য কখনই সাধিত হবে না।

দ্বিতীয়তঃ পাথেয়কে উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম মনে করে কাজটি করা। আনুষ্ঠানিক কর্মকান্ডের উদ্দেশ্যটি বাদে আর যত কাজ বা অনুষ্ঠান থাকে তা হচ্ছে ঐ উদ্দেশ্য সাধনের পাথেয় অর্থাৎ ঐ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য করণীয় কাজ বা কাজসমূহ। কেউ যদি পাথেয়কে উদ্দেশ্য মনে করে কাজটি করে তাহলে কর্মকান্ডটির উদ্দেশ্য কখনই সাধিত হবে না।

তৃতীয়তঃ আনুষ্ঠানিক কর্মকান্ডটির প্রতি কাজ বা অনুষ্ঠান সঠিক পদ্ধতি বা নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে হবে।

চতুর্থতঃ কর্মকান্ডটির প্রতিটি কাজ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে। কারণ প্রতিটি কাজ তৈরীই করা হয় কিছু শিক্ষা দেয়ার জন্য। আর ঐ শিক্ষাগ্রহণ করলেই শুধু এমন লোক তৈরী হয়, যারা কর্মকান্ডটির উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী হয়। প্রতিটি কাজ যে যত নিষ্ঠার সঙ্গে করবে এবং তা থেকে যে যত বেশী শিক্ষাগ্রহণ করবে, সে ঐ কর্মকান্ডটির উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তত বেশী উপযোগী

বাকি অংশ ২য় পাতায়...

কানাডায় সন্তানকে কিভাবে মানুষ করবেন

৫ম পাতায়...

এই সংখ্যার আয়াত

- তোমরা মানুষকে ভাল কাজের আদেশ করো কিন্তু নিজের জীবন সংশোধনের ব্যাপারে উদাসীন থাকো অথচ তোমরা কুরআন পড়ো। তোমরা কি ভাবো না? (সূরা বাকারা ঃ ৪৪)
- তোমরা কি মনে করে নিয়েছো যে, তোমরা অতি সহজেই বেহেশতে পৌঁছে যাবে? (সূরা বাকারা ঃ ২১৪)

ইসলাম ও যৌনস্পৃহা

মানব জীবনের লক্ষ্যই উন্নতি ও প্রগতি। এ উদ্দেশ্য কখনও বল্গাহীনভাবে কামনা চরিতার্থের মাধ্যমে লাভ করা যায় না। বল্গাহীন জীবন-যাপন শুধু জীবনী শক্তির অপচয় ঘটিয়ে পাশবিক জীবনের দিকে টেনে নিয়ে যায়।

এ কথা অবশ্য স্মরণ রাখতে হবে যে, ইসলাম প্রবৃত্তির দাসে পরিণত হওয়া পছন্দ করে না। যদি প্রত্যেকেই তার কামনা-বাসনার দাসে পরিণত হয় তা হলে মানব-জীবন ভুল পথে পরিচালিত হতে বাধ্য।

যে ব্যক্তি সব সময় তার দৈহিক কামনা চরিতার্থ করতে লিপ্ত থাকে তার জীবনশক্তি অতি দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এরুপ প্রবৃত্তির অনুচরদের দ্বারা সমাজ-জীবনের কোন মহৎ কাজ সম্ভব নয়।

বল্গাহীন ভোগ-বিলাসের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি যাতে তার নিজের, অপরের, তার পরিবারের বা তার সমাজের কোন ক্ষতিসাধন বা বিপর্যয় ঘটাতে না পারে, তার জন্যই ইসলামের রীতিনীতি রচিত হয়েছে। *বাকি অংশ ২য় পাতায়*

নামায কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে

১ম পাতার পর

অন্যদিকে কেউ যদি প্রতিটি কাজ খুব নিষ্ঠার সঙ্গে করে কিন্তু তা থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো গ্রহণ না করে তবে তাকে দিয়ে কখনই কর্মকান্ডটির উদ্দেশ্য সাধিত হবে না।

পঞ্চমতঃ কর্মকান্ডটি থেকে নেয়া শিক্ষাগুলো বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে। তা না করলে কর্মকান্ডটির উদ্দেশ্য কখনই সাধিত হবে না।

নামাযও একটি আনুষ্ঠানিক কাজ, আমল বা ইবাদত। তাই বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী নামাযকে সফল করতে হলে এবং নামায আদায়ের মাধ্যমে নামাযের পরিকল্পনাকারী আল্লাহর সন্তুষ্টি পেতে হলে, নিম্নের পাঁচটি শর্ত অবশ্যই পূরণ করতে হবেঃ

প্রথমতঃ নামাযের কুরআনে বর্ণিত উদ্দেশ্যটি জানতে হবে। সে উদ্দেশ্যটি আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন সূরা আন কাবুতের ৪৫ নং আয়াতের মাধ্যমে, যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ নামাযের অনুষ্ঠানটি হচ্ছে পাথেয়। অর্থাৎ অনুষ্ঠান হচ্ছে নামাযের উদ্দেশ্য সাধনের উপায়। তাই শুধু অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে নামাযকে পালন করা চলবে না।

তৃতীয়তঃ নামাযের অনুষ্ঠানটি আল্লাহর জানিয়ে দেয়া ও রাসূল (সাঃ) এর দেখিয়ে দেয়া পদ্ধতি বা নিয়ম-কানুন অনুযায়ী নিষ্ঠার সঙ্গে করতে হবে (কলবের মাধ্যমে)।

চতুর্থতঃ নামাযের প্রতিটি অনুষ্ঠান থেকে আল্লাহর দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো বুঝে-শুনে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে হবে।

পঞ্চমতঃ সেই শিক্ষাগুলো নামাযের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে।

আজ বিশ্বের মুসলমানদের দিকে তাকালে দেখা যায়, তাদের অধিকাংশই উপরোক্ত পাঁচটি শর্ত পূরণ না করেই নামাযের মত আনুষ্ঠানিক ইবাদতটি পালন করছেন। আর তাই নামায আজ ব্যর্থ হচ্ছে অর্থাৎ নামায তার কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হচ্ছে। ফলে নামাযের পরিকল্পনা কর্তা মহান আল্লাহ ও নিশ্চয়ই তাদের উপরে দারুণ অখুশি হচ্ছেন, হয়ত তাদের নামায কবুল হচ্ছে না। এ পর্যায়ে এসে সবাই নিশ্চয়ই একমত হবেন যে, নামায বর্তমানে ব্যর্থ হওয়ার ব্যাপারে আমাদের বিবেক-বুদ্ধির রায় এটাই।।

ইসলাম ও যৌনস্পৃহা

১ম পাতার পর

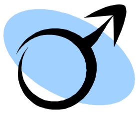

এ সকল রীতিনীতি পালন সাপেক্ষে জীবনের সকল সুখ স্বাচ্ছন্দ ভোগ করার পূর্ণ অধিকার মুসলমানের রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম সকলকে পূর্ণভাবে জীবনকে ভোগ করার আহ্বান জানায়। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেনঃ “বল, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যে সকল সুন্দর নেয়ামত দিয়েছেন এবং তোমাদের জীবন ধারণের জন্য যে সকল পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন জিনিস দেয়া হয়েছে তা ভোগ করতে কে তোমাদেরকে নিষেধ করেছে?”

ইসলাম মানুষের যৌনস্পৃহাকে স্বাভাবিক বলে স্বীকার করে নেয়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ “পৃথিবীর আনন্দপ্রদ জিনিসগুলোর মধ্যে সুগন্ধিদ্রব্য ও রমণী আমার প্রিয়, আর আমার নয়নের প্রশান্তি হচ্ছে এবাদত।” ইসলামের নবী মানুষের যৌনস্পৃহাকে উত্তম সুগন্ধি দ্রব্যের স্তরে উন্নীত করেছেন এবং আল্লার নৈকট্য লাভের সোপানস্বরুপ যে এবাদত তার সাথে যৌন প্রবৃত্তির উল্লেখ করে একে অপূর্ব মহত্ব দান করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আর এক হাদীসে উল্লেখ করেছেনঃ “মানুষ তার স্ত্রী-সহবাসের জন্য আল্লার সন্তুষ্টি ও পুরস্কার লাভ করে।” একজন সাহাবা বিস্ময় প্রকাশ করে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে জিজ্ঞাসা করলেন, “কোন লোক তার যৌন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য পুরস্কার পাবে, এ কেমন কথা?” উত্তরে রাসূল (সাঃ) বললেন, “আপনি কি বুঝতে পারছেন না যে, যদি সে এরূপ না করে নিষিদ্ধভাবে যৌন-ক্রিয়ায় লিপ্ত হত তাহলে সে গোনাহের কাজ করত? সুতরাং যদি সে আইনানুযায়ী তার যৌন-ক্ষুধা নিবৃত্ত করে তাহলে সে পুরস্কার পাবে।”

এ কারণেই ইসলামের বিধান মতে যৌন প্রবৃত্তি দমনের কোন প্রশ্নই ওঠে না। যদি যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে যৌনস্পৃহার উন্মেস হয় তাহলে তাতে দুষণীয় কিছু নেই এবং তাদের পক্ষে এরূপ স্পৃহাকে কদর্য বা অন্যায় কিছু মনে করারও কারণ নেই। ইসলাম যা চায় তা হচ্ছে এই যে-যুব সম্প্রদায়ের উচিত তাদের স্পৃহাকে তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং উপযুক্ত সময় ও পরিবেশ না আসা পর্যন্ত যৌনকার্য হতে বিরত থাকা। এরূপ বিরতির অর্থ দমন নয়। দার্শনিক ফ্রয়েডও বলেছেন যে, যৌনকার্য হতে নিবৃত্তি ও যৌনস্পৃহা দমন এক কথা নয়। যৌন প্রবৃত্তি দমন করলে স্নায়ুর উপর অস্বাভাবিক চাপ সৃষ্টি হয় এবং তার ফলে নানাবিধ মানসিক পীড়ার উৎপত্তি ঘটে। সাময়িকভাবে যৌনকার্য হতে বিরত থাকলে এরূপ স্নায়ুবিক ও মানসিক পীড়ার কোন কারণ ঘটে না।

যৌনস্পৃহাকে সুনিয়ন্ত্রিত করার উদ্দেশ্য এই নয় যে, জীবনের সর্বপ্রকার আনন্দ ও ভোগ থেকে দূরে সরে থাকতে হবে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকে শক্তিশালী ও উন্নত করতে হলে সর্বক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা আবশ্যক। কোন জাতিই তার সার্বভৌমত্ব ও আত্মমর্যাদা নিয়মানুবর্তিতা ব্যতীত বজায় রাখতে পারে না। যদি প্রত্যেকেই ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতে থাকে তাহলে জাতীয় জীবনে শৃঙ্খলার অভাব ঘটে। এরূপ বিশৃঙ্খল জাতিকে বাহিরের শত্রু সহজেই কাবু করতে পারে। প্রত্যেক জাতিকে তাই আত্মত্যাগ, আত্মসংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণের শিক্ষাগ্রহণ করতে হয়। ইসলামের শিক্ষাও তাই, উদাহরণ স্বরূপ রোজার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

বাকি অংশ ৬ষ্ট পাতায়...

মাতা-পিতার ভরণপোষণ

দ্বীনের সঠিক বুঝ না থাকার কারণে সন্তানগণ দূর্ভাগ্যের শিকার হন, নিজেদের সবকিছু ঠিক রেখে তবে পিতামাতার বিষয়টি দয়া করে বিবেচনা করেন। অর্থাৎ পিতামাতার বিষয়টি Secondary। নিজের সামাজিক স্টেটাস রক্ষার উচ্চ খরচের পর যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে তার একটা সামান্য অংশ এককালীন জন্মদাতা মাতাপিতার জন্য পাঠানো হয়ে থাকে। তারপরও কড়াকড়ি হিসেব লিখে রাখা হয় এ বছর মোট কত টাকা দেওয়া হলো। গত পাঁচ বছরে কত?

কোন কোন সন্তানরা আরো হতভাগ্য। তারা মাতাপিতার খরচ নিয়ে দর কষাকষি করে। এক সন্তান বলে আমি তো তাদের খরচ চালাচ্ছি, অন্য জন খোটা দেয় গত বছর তিনেক তো আমি চালিয়েছি। আরেকজন যোগ দেয়, আমি প্রতিমাসে দু হাজার টাকা দিয়ে আসছি। কেবল ভাগ্যবান ও বুঝদার ঈমানদার ছেলেটি বলে তোমরা কেউ কিছু দাও না দাও আমার কিছু যায় আসে না। আমার মা আমার দায়িত্ব। আমি যতদিন বেঁচে আছি ততদিন আমার জন্মদাতাদের সেবা করে আমি ধন্য হতে চাই। তোমাদের আপত্তি না থাকলে আমার প্রভু আমাকে তৌফিক দিয়েছেন যে আমি পিতামাতা উভয়ের দায়িত্ব নিয়ে সৌভাগ্য হাসিল করতে চাই।

আপনি যদি ঈমানদার হয়ে থাকেন তাহলে পিতামাতার খরচ উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে যোগান দিয়ে প্রমাণ করুন আপনার ঈমানের দাবী সাচ্চা। যদি আপনার দাবীতে আপনি সৎ থাকেন তাহলে এরকম নির্লজ্জ যুক্তি তর্কের আশ্রয় নেবেন না যে গত ”দশ বছর আমি তাদের দেখেছি এখন আর পারছি না”। এধরণের নাপাক চিন্তা আসা মানে আপনার মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণ এখন আর আপনার হাতে নেই। এটা নিশ্চিত ইবলিসের দখলে। আপনার ব্যপক ধ্বংসের আগেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এর নিয়ন্ত্রণ নিজ হাতে নিয়ে নিন।

যেসব সন্তানের আত্মমর্যাদা আছে, যারা কাপুরুষ নন তারা সর্বদা মাতাপিতার খরচ বহনের জন্য অন্য ভাইবোনদের সাথে প্রতিযোগিতা করবেন। প্রকৃত ঈমানদারগন এ দায়িত্বপালনে কোন বাহানা খোজে না।

আপনি প্রবাসে আছেন হেতু পিতামাতা অন্য ভাইবোনদের হেফাজতে থাকা স্বাভাবিক। যে ভাই বা বোনের বাড়ীতে আপনার পিতামাতা থাকছেন সে পরিবারের নিকট কৃতজ্ঞতা পেশ করুন। আপনার পিতামাতার খাতিরে তাদের বেশী বেশী উপহার পাঠান। মাঝে মাঝে তাদের জন্য আলাদা করে অর্থ পাঠান। যাতে তারা কোন কারণে পিতামাতাকে বোঝা মনে না করে বরং লাভজনক মনে করে।।

আলহাম্‌দুলিল্লাহ যারা এই দ্বীনি কাজে শরীক হয়েছেন

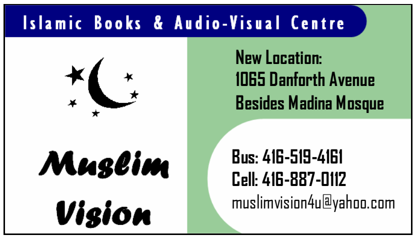

আপনার এবং আপনার স্ত্রীর জন্য

আপনার নিজস্ব পরিকল্পনার পাশাপাশি নিচের বইগুলো দেশ থেকে আনিয়ে নিতে পারেন অথবা টরন্টো থেকেও কিনে নিতে পারেন ।

কোরআনের তাফসীর ঃ (১) মা'য়ারিফুল কোরআন বা (২) ফীযিলালিল কোরআন বা (৩) তাফসীরে ইবনে কাসীর ।

সংকলিত হাদীস গ্রন্থ ঃ (১) রিয়াদুস সালেহীন - ১ম ও ২য় খন্ড (২) এন্তেখাবে হাদীস এবং (৩) যাদে রাহ

রাসুল সঃ এর জীবনি ঃ (১) আর রাহিকুল মাখতুম বা (২) মানবতার বন্ধু মোহাম্মদ সঃ

সাহাবীদের জীবনি ঃ (১) আসহাবে রাসুলের জীবনকথা - ১ম ও ২য় খন্ড (২) মহিলা সাহাবী - তালেবুল হাসেমী

ফেকাহ্ ঃ (১) আপনাদের প্রশ্নের জওয়াব -১ম ও ২য় খন্ড এবং (২) ফতোয়া

আল্লাহ ব্যবসাকে করেছেন হালাল
এবং সুদকে করেছেন হারাম।

(সূরা বাকারা : ২৭৫)

অর্থপূর্ণ পারিবারিক দাওয়াত

বাঙালী পরিবারের আজন্ম ঐতিহ্য দাওয়াত দান ও দাওয়াত গ্রহন। পরিবারগুলি সামাজিক বন্ধন রক্ষা করার মোক্ষম উপায় হিসেবে এ পদ্ধতিকে সফলতার সাথে ব্যবহার করে আসছে। বেশ কিছু পরিবারের মিলন পারস্পরিক শুভেচ্ছা বিনিময়, সুখ দুখের গল্প আর বন্ধুদের খোঁজ খবর পাওয়া যায় এ সামাজিকতার মধ্য দিয়ে। প্রবাসে এ পদ্ধতি বা ঐতিহ্যের প্রচলন না থাকলে সম্ভবত আমরা একঘেয়েমিতে হাঁফিয়ে যেতাম। রকমারী সুস্বাদু খাবার আর খাওয়ার আগে পরে গল্প এর মূল আকর্ষন। এর একটি সাইকেল আছে। আজকে এর বাড়ী তো পরবর্তী বন্ধের দিন আরেকজনের বাড়ী দাওয়াত থাকবেই। এভাবে এক সাইকেল ফুরাতে কখনো একটি পুরো বছর লেগে যায়। এটি চালু রাখার মধ্যে নিশ্চয়ই কল্যাণ রয়েছে। আমরা এখানে এ দাওয়াত অনুষ্ঠানগুলোকে কিভাবে আরো অর্থবহ করে তোলা যায় তা আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

হোষ্ট বা মেজবান হিসেবে আপনি এমন কিছু পদক্ষেপ নিতে পারেন যা পালন করতে কোন অতিরিক্ত খরচ নেই কিন্তু অর্জন পুরো দাওয়াত অনুষ্ঠানকে পূর্ণতাদান করতে পারে। খাওয়ার পর সকলেই একটু মিষ্টিমুখ করেন। আমরা যাকে ডিজার্ট (Dessert) বলি। এটি দিয়ে খাওয়ার পূর্ণতা আনয়ণ করা হয়। ঠিক তদ্রুপ পুরো ঘরোয়া দাওয়াত অনুষ্ঠানকে পূর্ণতা দান করার জন্য একটি অতিরিক্ত কাজ আপনি শুরু করতে পারেন।

খাওয়া শেষে সকলকে স্থির হয়ে বসতে অনুরোধ করুন। আপনি সামান্য ভূমিকা দিয়ে দ্বীনের একটি বিষয় নিয়ে ১০ থেকে ১৫ মিনিটের একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন। এ জন্য হয়ত আপনার সামান্য পূর্বপ্রস্তুতি প্রয়োজন হবে। প্রয়োজনে প্রস্তুতি আগেই নিয়ে রাখেন। আলোচনা মাটির নীচের আর আকাশের উপরের খবরাদির চাইতে দৈনন্দিন জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী দিয়ে শুরু করা বাঞ্ছনীয়। এতে মানুষ বিরক্ত বোধ করবে না। দয়া করে এমন নসিহত করবেন না : আলহামদুলিল্লাহ ২০ বার, কুলহুআল্লাহ ৩বার এবং দরুদ ৫বার পড়ুন। এতে অনেক সওয়াব হবে। এগুলি নূতন কিছু নয়। এগুলি সকল মুসলমানই কম বেশী করে থাকে।

সর্বপ্রথম জ্ঞান অর্জনের জরুরতটি বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করুন। হাদিসের রেফারেন্স দিয়ে বলতে পারেন, জ্ঞানার্জন ফরজ। কারণ ইসলাম হলো Complete Code of Life, আপনি যদি কোডগুলি নাই জানলেন তাহলে সে কোড মানবেন কিভাবে? অন্তত দৈনন্দিন জীবনের কোডগুলি না জানলে যে কোন সময় আল্লাহ তায়ালা আপনার নামে জরিমানার চিঠি পাঠাতে পারে। তখন যদি বলেন আমি তো কোডগুলি জানিনা। কোনভাবেই রেহাই পাবেন না। ইসলামের কোডগুলির চূড়ান্ত সোর্স হলো আল-কোরআন ও সুন্নাহ। আর আমরা নামাজে প্রতিনিয়তই সে কোডগুলি পড়ছি। এখন দরকার কোডগুলি অর্থসহ পড়া। এর জন্য প্রয়োজন তাফসীরের এবং হাদীস সংকলনের।

এভাবে দ্বীনের যে কোন মৌলিক বিষয় আপনার দাওয়াত অনুষ্ঠানের টপিক হতে পারে। সূরা ফাতিহা, সূরা ইখলাম, সূরা মাউনের মত সবাই জানে এমন সূরাগুলি দিয়েও শুরু করতে পারেন। সবাই ১৫/২০ মিনিটের আলোচনা উপভোগ করবে ইনশাআল্লাহ।

এ ব্যাপারে আপনার লজ্জা বা পিছটান সকল উদ্যম ভেস্তে দিতে পারে। আপনি তখন যুক্তি খুজবেন অন্যরাতো এটা করেনা। আপনি হাসির খোরাক হতে চান না। আপনি চান না সবাই বলুক, উমুক ভাইয়ের ঘটনা কি? এতদিন তো জানতাম তিনি আমাদের মতই সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ, হঠাৎ কি হয়ে গেল? ইত্যাদি আজে বাজে চিন্তা। আর এ চিন্তার উৎস আমাদের চির শত্রু শয়তান। শয়তান সবসময় চায় আমরা কেবল দোয়া-দরুদ নিয়ে ব্যস্ত থাকি। কোরআনের অর্থ বুঝা আমাদের কাজ নয়, ইত্যাদি। একজন সরলমনা নিয়মিত নামাযী বলেছিলেন এসব পড়তে ভয় লাগে যদি পরিবর্তন হয়ে যাই।

অথচ প্রকৃত বাস্তবতা হলো, আপনি যদি শয়তানকে পরাজিত করে এ ধরণের একটি দাওয়াত অনুষ্ঠান করতে পারেন তাহলে সে অনুষ্ঠানে আসা ৯০% মেহমান এটিকে সাধুবাদ জানাবে। ৬০% এটিকে পূর্ণ সমর্থন জানাবে। কেবল ৪০% এটিকে আন্তরিকভাবে মেনে নেবে। হয়ত মাত্র ৫% এমন একটি উদ্যেগের সাথে কেবল একমতই হবেনা বরং তারা নিজেরা পরবর্তী দাওয়াতগুলোতে এটি চালু করবেন বলে আশা করা যায়।

অন্যরা যে যাই মনে করুক না কেন আপনি এটি চালু করবেন এটি সিদ্ধান্ত নিন, চেষ্টা করুন, প্রস্তুতি নিন, আল্লাহর নিকট সাহায্য চান। আপনি কি কল্পনা করতে পারছেন কি পরিমান সওয়াব আর কল্যাণের ভাগীদার হবেন এরকম একটি দাওয়াত অনুষ্ঠানের আয়োজন করে? মাত্র একজন মেহমানও যদি এতে কনভিন্স হয়ে নিজে তার অনুসরণ করেন তাহলে গাণিতিক হারে আরো যারা এটি চালু করবেন তার সমস্ত সওয়াবের অংশ আপনি পেতে থাকবেন। এটি আল্লাহ পছন্দনীয় যে কোন কাজ সমাজে চালু করার জন্য নির্ধারিত পুরস্কার। আপনি এমন একটি সুন্দর উদ্যেগ নিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।।

তোমাদের কার্যক্রম সম্পর্কে তোমাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (সূরা আন নহল : ৯৩)

কানাডায় আপনার সন্তানকে কিভাবে মানুষ করবেন

(ধারাবাহিক পর্ব)

যদি মনে করেন যে ভাল স্কুলে বা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিলেই আপনি চিন্তা-মুক্ত। এখন কেবল সন্তানের ভাল রিজাল্ট আর ভাল চাকুরীর অপেক্ষা আর এভাবেই আপনার সন্তান একজন বড় কর্মকর্তা হবেন, আপনাকে একটি কথা বলি। আপনার সন্তান একজন বড় কর্মকর্তা হওয়ার পাশাপাশি একজন অমানুষ হওয়ার সম্ভাবনা শতকরা ৯৯ ভাগ। কারণ এখানে স্কুল কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার এমন কোন ব্যবস্থা নেই যেখানে নীতি নৈতিকতা শেখানো হয়।

আপনার কাছে যদি সত্য মিথ্যার বিষয়টি স্পর্শকাতর হয়ে থাকে, যদি আপনি নীতি নৈতিকতার ব্যাপারে আপোষহীন হয়ে থাকেন, যদি আপনার সন্তানের উচ্চ ডিগ্রি অর্জনের আকাংক্ষার সাথে উচ্চ নৈতিকতাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে তাহলে কোমর বাধুন। শক্ত হয়ে বসুন, প্রস্তুতি নিন, নিজেকে তৈরী করুন। কারণ শ্রেণীকক্ষে কেবল স্বাদহীন কিছু মালমশলা দেয়া হয়। আর ছাত্ররা ভাল রিজাল্ট করার আশায় সেগুলি মুখাস্থ করে পরীক্ষার হলে তা বমি করে আসে। শ্রেণীকক্ষের পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি আপনাকে সন্তানের আত্মীক উন্নয়ন, নৈতিক চরিত্র গঠন ও ঈমানের নুর প্রবেশ করাবার জন্য বিশেষ কর্মসূচী হাতে নিতে হবে। এ ব্যাপারে যদি আপনার আর্থিক কিছু খরচ হয় তার জন্যও প্রস্তুত থাকুন।

সন্তানদের অতি ছোটবেলা হতে সত্য মিথ্যার পার্থক্য শিখাতে চেষ্টা করুন। সত্য উজ্জ্বল, মিথ্যা অন্ধকারাচ্ছন্ন । এটি বিভিন্ন কাজ, কথা ও উদাহরণের সাহায্যে বুঝিয়ে দিন। তাকে বলুন যে, দুজন ফেরেস্তা বা লেখক নিদ্রাহীন ও বিরতিহীনভাবে আমাদের সকল কাজ রেকর্ড করে রাখছেন। একদিন আমাদের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ সে খাতা খুলে দেখাবেন আমরা কি কি কাজ করেছি। আরো বলুন এ লেখকগন সম্মানিত ও সৎ। বাড়িয়ে বা কমিয়ে কিছু লেখার ক্ষমতা আল্লাহ কেড়ে নিয়েছেন। অতএব আমরা যা কিছুই করিনা কেন ন্যায় অন্যায়ের বিষয়টি যেচে দেখা উচিত, অন্যায় হতে বিরত থাকা উচিত।

আপনার সন্তানদের ছোটকাল হতে নামায ও মাসয়ালা শিক্ষা দিন। আল-কোরআন পাঠ শিক্ষা দিন। তাজোয়ীদের ব্যাপারে সঠিক মানের শিক্ষক রেখে ছোট থাকতেই সন্তান-দের ভিত্তি গড়ে তুলুন। বয়স বেড়ে গেলে এগুলি আর কখনো শেখা হবেনা। তাই আপনি বিদেশে বসেই এ বিষয়গুলির খবরদারী করতে থাকুন।

নামাযের ব্যাপারে নিজ ঘরে একটি সুন্দর পরিবেশ গড়ার সুযোগ হাতছাড়া করবেন না। আপনার পিতা, ছোট ভাই, বড় ভাই, আপনার সন্তান ইত্যাদি পরিবারের পুরুষ সদস্যদের একযোগে নামায আদায়ের জন্য

মসজিদে যাবার অনুরোধ করুন। এর গুরুত্ব তুলে নসিহত করুন। আপনার কতৃত্ব বা অথরিটি আল্লাহর পক্ষ হতে আমানত। এ অথরিটির সুব্যবহার নিশ্চিত করুন। আপনার অধীনদের সকলকে নামায আদায়ের ব্যাপারে আপনাকে সকল ব্যবস্থা নিতে হবে। এ ব্যাপারে কোন ছাড় দেবেন না। বিশেষ করে আপনার সন্তানদের নামাযের জন্য আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে। যে সন্তানকে আপনি লালন পালন করলেন, যাকে সকল কিছুর সেরাটাই যোগান দিয়ে বড় করেছেন সে সন্তান আপনার বিরুদ্ধে শেষ বিচারের দিন মামলা ঠুকে দেবে। নালিশ করবে এ বলে যে আমার আব্বা আমাকে দ্বীনের ফরজ ওয়াজিব শিখাননি। দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলি যদি তাকে ছোট বেলাতেই না শেখান তাহলে আপনার এ জুলুমের বিহিত পরকালের জন্য থেকে যাবে। সেদিন কেউ কাউকে ছাড় দেবেনা। "যে সন্তানকে আপনি জীবনের চাইতে বেশী ভালবাসেন কিয়ামতের দিন তাকে বন্ধক রেখে নিজের মুক্তি চাইবেন।" (সূরা আল মায়ারিজ ঃ ১১-১৪)। এই হলো পরকালের বিষয়াদি। আপনি পিতা হয়ে যদি সন্তান বন্ধক রেখে মুক্তি চাইতে পারেন তাহলে কিভাবে চিন্তা করেন এ সন্তান তার বৈধ পাওনা পূরণে খামখেয়ালির জন্য আপনাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে না? সুতরাং সস্তা আবেগের বশবর্তী হয়ে জীবন পরিচালনা করবেন না। আপনার সন্তানের বৈষয়িক প্রয়োজন পূরণের পাশাপাশি নৈতিক, আধ্যাত্মিক, ঈমানী প্রয়োজন পূরণেও আপনাকে সমান ভূমিকা রাখতে হবে। পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে চলার চাইতে বরং কিভাবে সৎ ও সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করতে হয় তার দিকে নজর দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

আপনার স্ত্রীকে পরামর্শ দিন কিভাবে সন্তান-দের নামাযের ব্যাপারে নিয়মানুবর্তী করা যায়। প্রথমে তাদের নরমভাবে বুঝান। সন্তানদের বেশী বেশী কঠোরতা ও উচ্চ কন্ঠে কিছু বলবেন না। তাদের সাথে মোলায়েম ও ভাব গম্ভীর ভাবে কথা বলুন। নামাযের ব্যাপারে সর্বোচ্চ চেষ্টা করুন। কাজ না হলে মৃদু হুমকী দিন। বলুন যারা ফজরের নামায সূর্য উঠার আগে পড়তে পারবেনা তাদের জন্য সকালের নাস্তা হাফ দেয়া হবে ও পর্যায়ক্রমে তুলে দেয়া হবে অর্থাৎ বেনামাযীর জন্য কোন নাস্তা তৈরী হবে না। দয়া করে কঠোর কথা বলবেন না। এতে উল্টো ফল আসতে পারে। মানুষকে বুঝিয়ে বললে তা কার্যকর হয় বেশী।

পিতামাতাদের মধ্যে কোন কোন সময় একটি ভুল হিসেব কাজ করে। তারা মনে করে আমার সন্তান সবসময় আমার কথা শুনবে। এটা সবসময় ঠিক নয়।

বাকি অংশ ৬ষ্ট পাতায়...

সন্তানকে কিভাবে মানুষ করবেন

৫ম পাতার পর...

আপনার সন্তান এক স্বাধীন সত্তা। তার নিজস্ব অভিরুচি, ধ্যান ধারণা, কল্পনা শক্তি, বোধশক্তি, পছন্দ অপছন্দের স্বতন্ত্র তালিকা রয়েছে। আপনি চাইবেন আর সে তা মেনে নেবে এটা সবক্ষেত্রে ঠিক নয়। সুতরাং তার জন্য উদাহরণ সৃষ্টি করুন। তাকে কেবল ভাল হওয়ার Theory শিক্ষা দেবেন না। সাথে Practical ও করাবেন। নিজে একটি ভাল কাজ করুন। তাকে উপলব্ধি করার সুযোগ দিন। আপনার গরীব আত্মীয়ের খোঁজ খবর নিন। সামর্থনুযায়ী তাদের অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণ করুন। সন্তানকেও এর গুরুত্ব বুঝিয়ে বলুন। নিজে ঘরে ঢুকার সময় সালাম দিয়ে প্রবেশ করুন। সন্তানকে প্রতিদিন সালাম দিন। আমাদের সমাজে আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিকৃতি হলো ছোটদের কাছ থেকে সালাম আশা করা। এটা এক জঘন্য বিকৃতি ও সত্যের খেলাপ। সালামের মাধ্যমে আপনি দোয়া করেন। আপনি তো চান সন্তানের কল্যাণ। সুতরাং সন্তানকে দেখা মাত্রই সালাম দিন। তাহলে সে খুব সহজে শিখে নেবে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বেশী বেশী সালামের প্রচলনের জোর তাগিদ দিয়েছেন। এতে করে সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় হয়। সম্মান বৃদ্ধি পায়।

সন্তানকে ত্যাগের শিক্ষা দিন। নিজের পকেট মানি হতে একটি বিশেষ ব্যাংকে অল্প অল্প করে কিছু অর্থ জমা করার উৎসাহ দিন। বছর শেষে জমা অর্থ দেশে আপনার গরীব প্রতিবেশী বা কোন নিকটাত্মীয়ের প্রয়োজন পূরনে ব্যবহার করুন। সন্তানদের মধ্যে এর প্রতিযোগিতার সবক দিন। কেবল আমি, আমার, এটা চাই, ওটা চাই ইত্যাদি শ্লোগান হতে যতদূর সম্ভব দূরে রাখুন।।

ইসলাম ও যৌনস্পৃহা

২য় পাতার পর

প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে, যারা ধর্মের অনুশাসন মেনে চলে তাদের জীবন খুবই পীড়াদায়ক, কারণ পাপের জুজু সব সময় তাদেরকে বিব্রত করে রাখে। তবে ইসলামের বেলায় একথা খাটে না, কারণ ইসলামে শাস্তির চেয়ে আল্লার মাগফেরাতের কথাই বার বার উল্লেখ করা হয়েছে।

রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ “সকল আদম সন্তানই গোনাহগার; তবে যে তওবা করে সে তাদের মধ্যে উত্তম।” তওবার উপকারিতা আল্লার রহমত এবং মাগফেরাত সম্পর্কে কোরআন শরীফে বহুবার উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লার রহমতের দ্বার কত প্রশস্ত! তিনি শুধু তওবাকারীর তওবাই গ্রহণ করেন না, তাকে তিনি পুরস্কৃতও করেন এবং সৎ ও আদর্শ স্থানীয় ব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্ত করেন। এখানে জেনে রাখা দরকার তওবা মানে “ফিরে আসা”, অর্থাৎ তওবা করার পর ঐ অন্যায় কাজটি দ্বিতীয় বার আর না করা।।

আমরা আজ সংখ্যায় এক বিলিয়নেরও বেশী মুসলিম দুনিয়ায় বসবাস করছি। এ সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। কিন্তু আমাদের কোয়ালিটি বাড়ছেনা, আমাদের শিক্ষিতের হার বাড়ছে না, আমাদের মধ্যে কোরআন হাদীসের প্রতি কৃত্রিম টানের অভাব নেই কিন্তু এ দুটি বুঝে পড়ার কোন সময়ই আমাদের হাতে নেই, শবেবরাতের নামাজীর সংখ্যা বাড়ছে কিন্তু ফজরের ওয়াক্তের নামাজীর সংখ্যা বাড়ছেনা, আমাদের তারাবীর নামাজের জন্য মসজিদে স্থান সংকুলান হচ্ছেনা কিন্তু পাঁচওয়াক্তের নামাজের মুসল্লীর সংখ্যা সে অনুপাতে বাড়ছেনা। আমাদের চল্লিশা অনুষ্ঠান করার জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হয় তার একশ ভাগের একভাগও সদাকায় ব্যবহার করা হয়না অথচ সদাকা ফরজ ও নিশ্চিত কল্যানের উৎস। আমরা সবাই Buy one get one free-র সাইনবোর্ড দেখে কোন কেনাকাটা না করে ফ্রীটা পেতেই বেশী আগ্রহী। আমাদের মধ্যে দলাদলি ও ফিৎনা সৃষ্টি এত বেশী যা খৃষ্টান, বৌদ্ধ, হিন্দু কোন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে নেই।

এই যখন আমাদের অবস্থা তখন মনে হয় এখন দাওয়াতী কাজ সবচাইতে বেশী করার প্রয়োজন মুসলমানদের মধ্যে। এ দাওয়াতী কাজ মুসলমানদের বড় মুফাসসীর বানানোর জন্য নয় বরং কেবল যে বিষয়ের উপর মুসলমান জনগোষ্ঠি ঈমান (বিশ্বাস) আনার দাবী করছে তার নূন্যতম প্রমান উপস্থিত করা। এ দাওয়াতী কাজ কাউকে কোরআন বিশেষজ্ঞ বানানোর দিকে আহবান নয় বরং কোরআনের তাফসীর পড়ে করণীয় জেনে নেওয়ার আহবান। এটি মুসলমানদের ইসলামী বিপ্লব করার ডাক নয় বরং ইসলামের প্রাথমিক জিনিষগুলি জানা ও মেনে চলার ডাক। এ দাওয়াতী কাজ মুসলিম পরিবারগুলোকে স্মরণ করিয়ে দিতে যে তাদের সকল কাজের দিন, ক্ষণ ও তারিখ লিখে রাখা হচ্ছে এবং একটি বিশেষ দিনে সকলকে পুংক্ষাণুপুংক্ষ হিসেব দিতে হবে এবং সেদিন কেউ কারো উপকারে আসবেনা।

এখন দাওয়াতী কাজ সবচাইতে বেশী প্রয়োজন মুসলমানদের মধ্যে

“ডাকো তোমার প্রভুর দিকে হিকমত ও উত্তম নসিহতের সাহায্যে, আর লোকদের সাথে বির্তক করো সর্বোত্তম পন্থায়।” (সূরা আন নহল ঃ ১২৫)। আমাদের চারপাশে যত মুসলিম মুসলিমাহ আছেন তাদের সবাইকে অবস্থাভেদে দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া যেতে পারে। সকলের প্রতি উদাত্ত আহবান জ্ঞানার্জনের জন্য। আর জ্ঞানার্জন হবে সকল বিশুদ্ধ জ্ঞানের উৎস আল-কোরআন হতে। আল-কোরআনের তাফসীর ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে। ব্যক্তির শিক্ষাগত যোগ্যতার সাথে সামঞ্জস্যতা বিধান করে তার মানোপযোগী কোরআনের সাহিত্য বিতরন শুরু করতে হবে। ঈমানের প্রাথমিক জ্ঞান, কোরআনের কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়ের জ্ঞান, মানুষের মর্যাদা, মুসলিম নামক স্বতন্ত্র গোষ্ঠী সৃষ্টির উদ্দেশ্য ইত্যাদি মৌলিক বিষয়াদি সকল মুসলমানকে জানতে ও বুঝতে হবে। এভাবেই দাওয়াতী কাজ শুরু করা যেতে পারে।।

একটি সমস্যা ও করণীয়

ঘটনাঃ কানাডায় বসবাসরত ক্ষতি একটি মেয়ের নাম। তার বয়স ১৮ বছর। তার পরিবারের অন্য সদস্যদের মধ্যে আছে মা, বাবা ও এক ছোট ভাই। স্বাধীনচেতা ক্ষতি মা-বাবার খুব আদরের মেয়ে। ক্ষতির সকল আবদারই পিতামাতা পূরণ করে এসেছেন। তার পিতামাতা উভয়েই চাকুরী করেন। জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ক্ষতি নিজ ঘরে কোন শিক্ষাই পায়নি। স্কুল হতে যা ইনজেক্ট করা হয়েছে তাই ক্ষতির জীবনের মূল্যবোধ। এর বাইরে কোন কিছু শেখার বা বুঝার কোন চেষ্টা পিতামাতার পক্ষ হতে করা হয়নি।

ক্ষতির পিতামাতা একদিন আবিষ্কার করলেন তাদের মেয়ে স্কুলের ছেলেবন্ধুকে বাসায় এনে দিনের বেলায় একান্তে সময় কাটায়। এতে ক্ষতির পিতামাতার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। বকা ঝকা, কিছু হৈ হুল্লোড় সাথে বড় ধরণের ধমক ইত্যাদির মাধ্যমে সেশন শেষ হলো। ক্ষতি বিষয়টিকে সহজে মেনে নিল না। সপ্তাহ কয়েক পর ক্ষতি বিষয়টিকে বিনা চ্যালেঞ্জে ছেড়ে দিল না। সে প্রতিবাদ করল। তার স্বাধীনতার কথা পিতামাতাকে স্মরণ করিয়ে দিল। পিতামাতার ও মেয়ের জীবনের স্টাইল সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। ফলে বিরোধ ক্রমে বেড়ে চলল। এক পর্যায়ে এর বিস্ফোরণ ঘটলো। সম্পূর্ণ ভিন্ন এক সংস্কৃতিতে বেড়ে উঠা ক্ষতি তার মূল্যবোধ অনুযায়ী পিতামাতার বিরুদ্ধে পুলিশের নিকট অভিযোগ করল। পুলিশ ক্ষতির পিতামাতাকে সতর্ক করে দিয়ে ভবিষ্যতে ক্ষতির এ ধরণের কর্মকান্ডে বাধা না দেবার কথা স্মরণ করে দিয়ে গেল।

ক্ষতির পিতামাতার করণীয়ঃ বহু দেরীতে হলেও এ পিতামাতা চরম ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে কিছু পদক্ষেপ নিতে পারেন। সম্ভব হলে ক্ষতির মা তার চাকুরী ছেড়ে দেওয়া উচিত। আমরা ধরে নিলাম তিনি চাকুরী ছেড়ে দিয়ে গৃহিণী হয়েছেন।

সর্বপ্রথম মন হতে আপনার মেয়ের প্রতি সকল ঘৃনা, ক্ষোভ, রাগ ঝেড়ে ফেলুন। কোন অবস্থাতেই তার সাথে উচ্চবাক্য করবেন না। তার চরিত্রের যে অংশটি আপনার অপছন্দনীয় সেটি সম্বন্ধে কোন প্রতিবাদ করবেননা। মনে রাখতে হবে গাছের গোড়া কেটে আগায় পানি ঢেলে কোন লাভ নেই। আপনি এবং আপনার স্বামী ক্ষতির কর্মকান্ডের কোন নেতিবাচক দিক নিয়ে তার সামনে কোন হুমকি, ধমক, শাসন কিছুই করবেন না। এগুলি সম্পূর্ণ পরিহার করে তার ভাল দিকগুলি আলোচনা করুন। সেগুলির জন্য তাকে উৎসাহিত করুন।

যদিও তার সাথে সময় দেয়ার বা তার ঘনিষ্ট হওয়ার বয়স প্রায় শেষের দিকে তারপরও ক্ষতির সাথে সময় কাটানোর সুযোগ খুজতে থাকুন। সময় পেলে স্বপরিবারে পার্কে, চিড়িয়াখানায় ঘুরতে বেরোন। ক্ষতিকে জিজ্ঞেস করুন এ ছুটির দিনে তার কোন পরিকল্পনা বা পরামর্শ আছে কিনা। সম্ভব হলে ২/১ দিনের জন্য কোথাও বেড়িয়ে আসুন। কোন অবস্থাতেই তার কোন খারাপ দিক নিয়ে কোন কথা বলবেন না। এর কারণ হলো যে বিষয়টিকে আপনি খারাপ বলছেন সেটি তার নিকট খারাপ কিছু নয়। যে উন্নত দেশে আপনি বসবাস করছেন এগুলি সে দেশের উন্নত সংস্কৃতির বিষয়াদি। আপনার নিকট ভাল লাগুক আর নাই লাগুক, ক্ষতি এ সংস্কৃতিতে বড় হয়েছে। আপনার নিকট হতে কোন ইফেক্টিভ ইনপুট না পাওয়ায় এখন তা তীব্র আকার ধারণ করেছে। সে যাই হোক।

আশা করা যায় অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ক্ষতি আপনাকে শত্রু না ভেবে বন্ধু বা শুভাকাংখী মনে করবে। ক্ষতির সাথে সেসব বিষয়ে কথা বলুন যা সে পছন্দ করে।

সব বিষয়ে উন্মুক্ত মন নিয়ে খোলা মেলা আলোচনা করুন। আপনাদের দুজনের দ্বারা ক্ষতির যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেলো তার কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত করার চেষ্টা করুন। নিজের অহম ও অহঙ্কার গলা টিপে হত্যা করুন। এটিকে একটি বড় ও গুরুত্বপূর্ণ প্রজেক্ট হিসেবে নিন। স্বামী স্ত্রী দুজনে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে দক্ষ ডাক্তারের মত ক্ষতির রোগের চিকিৎসা করুন। ছুটির দিনগুলিতে ক্ষতিকে নিয়ে একসাথে ব্রেকফাস্ট করুন। নাস্তার টেবিলে নাস্তা শেষে ঘন্টাখানেক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করুন।

ক্ষতির সাথে আপনাদের উষ্ম সম্পর্ক তৈরীর পর এবার দ্বিতীয় ধাপের পালা। ক্ষতির মত একটি মেয়ের জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের যে প্রজেক্ট আপনারা হাতে নিলেন তা কোন দুঃসাধ্য কাজ নয়। এ পর্যায়ে আপনারা নিজেদের মন মস্তিষ্ক শুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি নিন। এ কাজটি করতে হবে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ আর্দশ ও এর মূল দর্শন বিশুদ্ধ জ্ঞানের উৎস আল-কোরআন অধ্যায়নের মাধ্যমে। অতিশীঘ্রই দেশ হতে আল-কোরআনের তাফসীর আনিয়ে নিন। তাফসীর ফি যিলালিল কোরআন অথবা মারেফুল কোরআন বা যে কোন তাফসীর আনিয়ে বিস্তারিত অধ্যয়ন করুন। প্রতি সপ্তাহে কিছু অধ্যয়ন করুন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-র জীবনি যত দ্রুত সম্ভব পাঠ করে নিন। মানবতার বন্ধু, আর রাহিকুল মাখতুম, সীরাত ইবনে হিশাম ইত্যাদি বই সংগ্রহ করে পাঠ শুরু করে দিন। সাহাবীদের জীবনি সংগ্রহ করুন। বই সংগ্রহ করতে পারেনঃ আসহাবে রাসূলের জীবনকথা সব খন্ড, মহিলা সাহাবী ইত্যাদি। আল-কোরআনের তাফসীর অধ্যয়নের মাধ্যমে জীবনের চড়াই উৎরাই সফলতার সাথে অতিক্রম করার পাঠ শিখে নেবেন। সাহাবীদের জীবনি পাঠ করার মধ্য দিয়ে কুরআন-হাদীসের উৎকৃষ্টতম অনুসরণের পদ্ধতি জেনে যাবেন ইনশাআল্লাহ। আর ইতিমধ্যে ক্ষতিকে কিভাবে সংশোধনের দিকে নিয়ে আসবেন তা শেখা হয়ে যাবে। আল্লাহর রহমতে ও তার অনুমতিতে আপনি ধীরে ধীরে ক্ষতিকে সকল অনিষ্টের হাত হতে রক্ষা করতে পারবেন।।

Information Section

আপনার সন্তানদের জন্য

আপনার সন্তান আশপাশের পরিবেশ, School, College, University, টিভি, রেডিও, Internet হতে সচেতন ও অবচেতন মনে প্রতিনিয়ত কোন না কোন কিছু শিখছে। প্রতিদিন সে নিত্যনূতন কায়দা রপ্ত করছে। হলিউড আর বলিউডের কল্যাণে আপনি, আপনার স্ত্রী এবং সন্তানেরা প্রতিনিয়তই এগুলি হতে মনের খোরাক নিচ্ছেন। শিশুরা অনুকরণ প্রিয় হবার কারণে এসব বিনোদনের মৌলিক বিষয়গুলির সাথে খুব সহজে পরিচিত হয়ে যায়। এভাবেই তাদের মননশীলতার উপর ঐসব উপাদানগুলির স্থায়ী প্রভাব পড়ে। এবার চিন্তা করুন এসব অখাদ্য কুখাদ্যের বিপরীতে আপনি নিজে ও আপনার সন্তান কি ইনপুট নিচ্ছেন? চোখ বন্ধ করে খানিক চিন্তা করুন। সুতরাং আপনি কি সর্তক হবেননা? আপনি কি চাননা আপনার সন্তানের মনে ভাল উপাদানগুলি বেশী করে ঢুকুক? আপনি কি চাননা আপনার সন্তান একজন ভাল একাডেমিক হওয়ার পাশাপাশি একজন ভাল মুসলিম হোক?

তাই সন্তানের চরিত্র গঠনে একটি ভারসাম্যপূর্ণ স্ট্রাটেজীর অংশ হিসেবে হলিউড, বলিউডের কুখাদ্যের বিপরীতে যে সামান্য কিছু নৈতিকতার সরবত আপনি পান করাতে পারেন তার মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ হলো একটি Family Library প্রতিষ্ঠা।

আল-কোরআনের তাফসীর, হাদিস গ্রন্থ, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জীবনি, ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামী সমাজ, চার খলিফার বিস্তারিত জীবনি, সাহাবীদের জীবনি, ইসলামী শিক্ষা ইত্যাদি দিয়ে নিজ ঘরে একটি পারিবারিক লাইব্রেরী তৈরী করুন। নিজে পড়ুন ও সন্তানদের পড়ার উৎসাহ দিন।

শিশুপযোগী ইসলামী ডিভিডি, ভিসিডি ইত্যাদি সংগ্রহ করুন। সন্তানদের সেগুলি উপভোগ করার জন্য উৎসাহিত করুন। হিকমতের সাথে ও তাদের স্বতন্ত্র সত্তার কথা বিবেচনা করে ধীরে ধীরে এগুতে থাকুন। ইংরেজীতে এসব বই, ডিভিডি, সিডি খুব সহজেই Cost Price-এ NON-PROFIT ISLAMIC BOOKS CENTRE-এ পাওয়া যায়।

যখনই কোন ফুড কিনবেন অবশ্যই Ingredients দেখে নিবেন। এই লিস্ট কপি করে পরিবারের সবাইকে দিয়ে দিন এবং সবসময় সাথে রাখতে বলুন।

Haraam Food Ingredients

Animal shortening	Investigate
Collagen (Pork)	Haraam
Diglyceride (animal)	Haraam
Enzyme (animal)	Haraam
Fatty acid (animal)	Haraam
Gelatin	Haraam
Glyceride (animal)	Haraam
Glycerol/glycerin (animal)	Haraam
Hormones (animal)	Haraam
Hydrolyzed animal protein	Haraam
Lard	Haraam
Lecithin (if soya then Halaal)	Haraam
Monoglycerides (animal)	Haraam
Pepsin (animal)**	Haraam
Phospholipid (animal)	Haraam
Renin Rennet**	Investigate
Shortening (animal)*	Haraam
Whey**	Investigate

*Animal fat shortening can be from beef fallow or lard. If it is from lard, then it is Haraam. If it is from beef fallow, then the animal has to have been slaughtered Islamically, otherwise it is Haraam.

**Rennet/Pepsin: Rennet is a milk coagulant that is the concentrated extract of renin enzyme obtained from calves stomachs. Note: At the time of purchase, if you are unable to verify the fact, you can call the concerned company. The company's name and number is generally mentioned on the product, if not see the telephone directory.

(ইন্‌শাআল্লাহ শীঘ্রই শুভ উদ্বোধন)

NON-PROFIT ISLAMIC BOOKS & AUDIO VISUAL CENTRE

Non-Political & Non-Sectarian Community Services
Basement of Marhaba Supermarket, 324 Parliament St. Downtown, Toronto (Dundas+Parliament) 416-214-9835, 416-347-7845

এটি একটি সম্পূর্ণ অলাভজনক (Subsidised) প্রতিষ্ঠান । এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আমাদের সন্তানদের আত্মিক উন্নয়ন, নৈতিক চরিত্র গঠন এবং ঈমানী শক্তি বৃদ্ধির পাশাপাশি এই প্রবাসে একটি সুখী ও সুন্দর পরিবার গঠন।

Where the sale of books and audio-videos are NOT FOR COMMERCIAL purpose. All items are sold AT COST PRICE for Dawa purpose.

এছাড়া আপনি যদি অমুসলিমদের মধ্যে দাওয়াতী কাজ করতে চান তাহলে উপরোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন। Free Quran and other Dawah materials are available for Non-Muslims.

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ

আস্‌সালামুআলাইকুম, আপনাদের নিকট হতে কুরআন ও হাদীস ভিত্তিক মানসম্পন্ন লেখা পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে এবং আপনাদের সকলের সহযোগীতা একান্ত কাম্য।

প্রতিটি ইস্যু এই প্রবাস জীবনে আপনার-আমার একটি সুখী ও সুন্দর পারিবারিক জীবন গঠন করতে সাহায্য করবে ইন্‌শাআল্লাহ। প্রতিটি সংখ্যা ব্যক্তিগতভাবে সংরক্ষণ করুন, একটি মোটা বাইন্ডারে থ্রী হোল পান্চ করে অর্গানাইজ্‌ড ওয়েতে রাখতে পারেন।

সম্মানিত পাঠকের মতামত, ভুল সংশোধন ও দৃষ্টি আকর্ষণ email এ জানালে আগামী সংখ্যায় তা প্রতিফলিত হবে ইন্‌শাআল্লাহ।

REFERENCE:

- ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম - মুহাম্মদ কুতুব
- Successful Expat Life - Md. Sarwar Kabir Shameem
- কুরআন ও হাদীস সঞ্চয়ন - অধ্যাপক মাওঃ আতিকুর রহমান ভূঁইয়া
- নামাজ কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে - ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমান
- A Hand Book of Halaal & Haraam – Zaheer Uddin, USA

Interest Free (HALAAL) Financing

Mortgage - www.umfinancial.com or www.isnacanada.com or www.directcapitalmortgage.ca RRSP, RESP and Mutual Fund - www.nointerest.ca or www.alaminrrsp.com

একটি কুরআন ও হাদীস ভিত্তিক (দল নিরপেক্ষ এবং নন-পলিটিক্যাল) কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট নিউজ লেটার
Editor & Published by: Amir Uz Zaman, amiraway@hotmail.com , www.message4all.net
Suite # 306, 210 Oak Street, Toronto, ON M5A2C9. 416-214-9835 (After 5:00 p.m.)